ফটোগ্রাফি কেস স্টাডি

গাইবান্ধা জেলার সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম, সাঁওতাল আদিবাসী গ্রাম

খাসিয়া আদিবাসীদের নাহার ও ঝিমাইপুঞ্জি

ফটোগ্রাফি কেস স্টাডি

গাইবান্ধা জেলার সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম, সাঁওতাল আদিবাসী গ্রাম

খাসিয়া আদিবাসীদের নাহার ও ঝিমাইপুঞ্জি

ফটোগ্রাফি কেস স্টাডি

গাইবান্ধা জেলার সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম, সাঁওতাল আদিবাসী গ্রাম
খাসিয়া আদিবাসীদের নাহার ও ঝিমাইপুঞ্জি

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব
আইপিডিএস

ছবি
আইপিডিএস ও ইন্টারনেট

মুদ্রণ
থাংস্রে কালার সিস্টেম

সহযোগিতায়

EUROPEAN UNION

প্রকাশনায়

promoting the visions of indigenous peoples

ইনডিজিনাস পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস-আইপিডিএস
৬২ প্রবাল হাউজিং, রিং রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮ ০২ ৮১২২৮৮১, ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৯১০২৫৩৬
মোবাইল : +৮৮ ০১৭১১ ৮০৪০২৫, ০১৭৩১ ৮৫০৯৮৯
ই- মেইল : ipdsaski@yahoo.com / sanjeebdrong@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.ipdsbd.com

ভূমিকা

ইনডিজিনাস পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস, আইপিডিএস ২০১৪ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আদিবাসী হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং নিয়ে কাজ করেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায়। এই ধরনের কাজ প্রকল্পভিত্তিক খুব বেশি হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বিশেষ করে বাংলাদেশে। সেই হিসেবে আদিবাসী হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স এবং তাদের নিয়ে কিছু কাজ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা জানি, আদিবাসীদের সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতি ভালো নয়। আদিবাসীদের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করাও সহজ নয়। কখনো কখনো নিরাপদও নয়। অনেক ঝুঁকি নিয়ে আদিবাসী অধিকার নিয়ে কাজ করতে হয়। আদিবাসী হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারদের পাশে দাঁড়াবার মতো সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানেরও দেখা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আদিবাসীদের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ যারা করেন, যারা মানবাধিকার লংঘনের প্রতিবাদের সরব ও সক্রিয়, তাদের নানা ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাদের মামলা মোকদ্দমা, হুমকি ও ভয়ের সংস্কৃতি মোকাবেলা করতে হয়। যেহেতু আদিবাসী হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স বেশির ভাগ আর্থিক সংকটের মধ্য থেকে তাদের মানবাধিকার রক্ষার কাজ করে, তাই তাদের সমস্যা অনেক গভীর ও বহুমুখী।

এই স্টোরি বইয়ের মধ্যে দেশের কয়েকটি বড় ও আলোচিত ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। এই ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন ভবিষ্যতের মানবাধিকারকর্মীদের জন্য। এই ঘটনাগুলো দেশে এবং বিদেশে পত্রপত্রিকায় ও টিভি চ্যানেলে ব্যাপক প্রচারিত হয়েছে। সাঁওতালদের উপর মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় দেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও নাগরিক সমাজে তোলপাড় হয়েছে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। টিভি চ্যানেলগুলো লাইভ ভিডিও প্রচার করেছে। বিবিসি, আল জাজিরাসহ আন্তর্জাতিক মিডিয়া রিপোর্ট করেছে। মাননীয় প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেছেন এবং সাঁওতালদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা দিয়ে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মহামান্য আদালত সাঁওতালদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত সাঁওতাল পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করেছেন।

খাসিয়াদের অবস্থা ভালো নয় যদি আমরা তাদের ভূমি মালিকানার অনিশ্চয়তার কথা মাথায় রাখি। আপাতদৃষ্টিতে আর্থিকভাবে খাসিয়াদের অবস্থা মোটামুটি বলা চলে। কিন্তু মানবাধিকার ও ভূমি অধিকারের বিষয়টি বিবেচনা করলে দেখবো যে, গভীর অনিশ্চয়তার ভরা খাসিয়াদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব। আদৌ কি তারা তাদের প্রথাগত ও ঐতিহ্যগত (Ancestral Land) ভূমিতে টিকে থাকতে পারবে? জমির কাগজপত্র কি তারা কোনদিন পাবে? এই বইয়ে কয়েকটি কেস তুলে ধরা হয়েছে। ঝিমাই ও নাহার পুঞ্জির খাসিয়াদের অনিশ্চয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নাহার পুঞ্জির গ্রাম প্রধান বা হেডম্যান জেল খেটেছেন কয়েকজন পুঞ্জিবাসীসহ। মামলা এখনো চলছে। ঝিমাইপুঞ্জির নিয়েও মামলা চলছে। মুরইছড়া পুঞ্জির মামলাও আছে হাইকোর্টে।

আমরা সহজে বুঝতে পারবো যে, আদিবাসী হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারদের পক্ষে কাজ করা সত্যি কঠিন। অথচ তাদের সুরক্ষার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই বিষয়ে অনেক বেশি সচেনতা বৃদ্ধির কাজ করা দরকার। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

এই প্রকাশনা আদিবাসী হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারদের কাজে লাগবে বলে আমরা আশা করছি। আগামীতে আরোও বেশি এই বিষয় নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

সঞ্জীব দ্রং
ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর ২০১৬

সাঁওতালরা কেমন আছেন?

উত্তরবঙ্গের দু'টি বিভাগে সাঁওতালদের বাস। রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে। জেলার কথা বললে দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, চাপাই নবাবগঞ্জ, রংপুর, গাইবান্ধা, নাটোর প্রভৃতি জেলায় অধিক সংখ্যক সাঁওতালের বাস। এক সময় সাঁওতালদের জমিজমা ছিল। কালের পরিক্রমায়, নানা রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তারা তাদের জমি হারিয়েছে। তারা পরিণত হয়েছে ভূমিহীন জাতিতে। অনেকে দেশান্তরে পাড়ি জমিয়েছে। অন্যান্য আদিবাসীদের মতো সাঁওতালদের আর্থিক অবস্থাও করুণ। তারা অনেকে দিন মজুর এমন জমিতে যে জমি এক সময় ছিল তাদের।

আজকের দিনের বাস্তবতা হলো উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীরা যেসব জমিতে বসবাস করছে, সেসব জমি অনেকাংশে সরকারি খাতায় খাস জমি। উত্তরবঙ্গে অনেক বড় বড় পুকুর দেখা যায় যেখানে পুকুর পাড়ে আদিবাসীরা ঘর বেধে বসবাস করে। তাদের জমির কাগজপত্র নেই। এজন্যে অনেক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি, রাজনৈতিক মদদপুষ্ট লোকজন প্রশাসনের সহায়তায় এইসব পুকুর লীজ নেয়। তখন পুকুর পাড়ের আদিবাসীদের সাথে লীজপ্রাপ্ত অআদিবাসী গোষ্ঠীর সাথে সংঘাত বাধে। এমনকি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয় এই ধরনের সংঘাত। আদিবাসীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে অনেক সময়। কখনো কখনো আদিবাসীরা প্রতিবাদ করেছে এবং নিজেদের জমি ও বাড়িঘর রক্ষায় রুখে দাঁড়িয়েছে। তখনি সংঘাত তৈরি হয়েছে। এটি খুব সহজে ধরে নেওয়া যায় যে, আদিবাসীরা বাঙালি সংখ্যাগুরু প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের জমিজমা রক্ষা করতে পারে না। সরকারি প্রশাসনও সংবেদনশীলতার পরিচয় দিতে পারে না। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে আদিবাসীরা, সাঁওতালরা কঠিন সংকট মোকাবেলা করছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ২০১৬ সালের ৬ নভেম্বরের রক্তাক্ত আক্রমণ যেখানে তিনজন সাঁওতাল নিহত হয়। তাদের বাড়িঘর প্রকাশ্যে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়। মিডিয়া রিপোর্টে দেখা যায়, পুলিশ বাহিনী সরাসরি সাঁওতালদের বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ভিডিওতে এসব পরিষ্কার দেখা যায়। ঘটনার এতদিন পরও হামলার সঙ্গে জড়িত প্রভাবশালীদের গ্রেফতার করা হয়নি। প্রশাসন নাটক সাজিয়ে কয়েকটি মামলা করে। কিন্তু সাঁওতালদের মূল মামলায় প্রভাবশালী আসামীদের না উল্লেখ করা হলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

অতীতেও ভূমি অধিকার রক্ষার আন্দোলনে অনেক আদিবাসীকে জীবন দিতে হয়েছে। নওগাঁ জেলার মহাদেবপুরের ভীমপুর গ্রামে ২০০০ সালে আদিবাসী নেতা আলফ্রেড সরেনকে প্রকাশ্য দিনের বেলা সন্ত্রাসীরা হত্যা করে। সেই ঘটনাও সারা দেশে ব্যাপক আলোচিত হয় মিডিয়া ও নাগরিক সমাজে। এই হত্যার বিচার কি হয়েছে? হয়নি। কয়েক বছর আগে একই জেলায় চার সাঁওতাল দিনমজুরকে হত্যা করা হয়। দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে একই পরিবারের পিতা-পুত্র সাঁওতালকে হত্যা করা হয়। খালিপপুরে সাঁওতালদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পার্বতীপুরের বড়দলে সাঁওতালদের গ্রাম ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সব ঘটনার তেমন বিচার হয়নি।

সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তায় ঢেকে গেছে। অনেকে দেশান্তরে চলে গেছে ভারতে। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালসহ অনেকে আদিবাসী হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স হিসেবে কাজ করছেন। তাদের নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ কঠিন। একটি কাজ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তরুণ আদিবাসীদের মানবাধিকার রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা এবং উদ্বুদ্ধ করা। এজন্যে তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের নিয়ে সভা সেমিনার, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আদিবাসী তরুণ মানবাধিকারকর্মীদের মধ্যে নেটওয়ার্ক বাড়াতে হবে। তাদেরকে সংখ্যাগুরু মূলধারার মানবাধিকার কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আদিবাসী হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারদের জন্য দরজা খুলে দিতে হবে। যদি আমরা এই কাজটি করতে পারি, তা হলে ভবিষ্যতে এরা আদিবাসীদের ভূমি অধিকার রক্ষাসহ মানবাধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখতে হবে।

পটভূমি

গত ৬ ও ৭ নভেম্বর গাইবান্ধা জেলার সাহেবগঞ্জ ও বাগদাফার্ম এলাকায় পরিকল্পিতভাবে পুলিশ ও সন্ত্রাসী বাহিনী মিলিতভাবে আদিবাসী ও বাঙালি কৃষকদের উপর আক্রমণ চালায়। পুলিশের উপস্থিতিতে চিনিকল মালিকের সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের বাড়িঘরে আগুন দেয়। পুলিশের গুলিতে তিনজন আদিবাসী সাঁওতাল নিহত হন। তারা হলেন, শ্যামল হেম্ব্রম, মঙ্গল মার্ডি, রমেশ টুডু।

সন্ত্রাসীদের আক্রমণে ও পুলিশের গুলিতে ২০ জনেরও অধিক আদিবাসী নারীপুরুষ আহত হয়। কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়। এখনো অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন। কিছু লাশ গুম করা হয়েছে বলে এলাকাবাসী ধারণা করছে। পুলিশ ও সন্ত্রাসী বাহিনী মিলে আদিবাসীদের উপর গুলি করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, লুটপাট করেছে তাদের হাঁস মুরগি, গরু ছাগলসহ বাড়িঘরে থাকা আসবাবপত্র। সেখানে পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে সন্ত্রাসীরা আদিবাসীদের ঘরে আগুন দিচ্ছে আর দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভয়াবহ মানবাধিকার লংঘন করে আদিবাসীদের চরম আতংকের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। গ্রাম ছেড়ে আদিবাসী নারী-পুরুষ-শিশু পাশের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে।

এখন আদিবাসী মানুষ খোলা আকাশের নিচে মানবেতর দিন যাপন করছে। সেখানে বসবাসকারী আদিবাসী শিশুদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে, তারা স্কুলে যেতে পারছে না। ইতোমধ্যে শীতের প্রকোপ পরায় তাদের যন্ত্রণার মাত্রা তীব্রতর হয়েছে এবং আদিবাসীরা অনাহারে দিনাতিপাত করছে।

ঘটনার শিকার আদিবাসীরা বলেন, ঘটনার সূত্রপাত ঘটে যখন চিনিকল কর্তৃপক্ষের সন্ত্রাসীদের দলসহ পুলিশ বাহিনী আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার জন্য সেখানে যায়। এই সময় সেখানকার আদিবাসীরা পুলিশকে অনুরোধ করে যাতে তাদেরকে উচ্ছেদ করা না হয় এবং পুলিশ যেন সন্ত্রাসীদের আসতে না দেয়। কিন্তু পুলিশ তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করতে চাইলে আদিবাসীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ আদিবাসীদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে এবং ৩ জন আদিবাসী নিহত ও ২০ জনেরও অধিক আহত হয়।

প্রেক্ষাপট :

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৫নং সাপমারা ইউনিয়নের রামপুর, সাপমারা, মাদারপুর, নরেঙ্গাবাদ ও চক রহিমাপুর মৌজার ১,৮৪২.৩০ একর ভূমি 'রংপুর (মহিমাগঞ্জ) সুগার মিলের' জন্য

অধিগ্রহণ করে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকার। এলাকাটি সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম নামে পরিচিত। অধিগ্রহণের ফলে ১৫টি আদিবাসী গ্রাম ও ৫টি বাঙালি গ্রাম উচ্ছেদ হয়। কথা ছিল অধিগ্রহণকৃত জমিতে আখ চাষ করা হবে। আখ চাষ না হলে এসব জমি আবারো যে সব মূল মালিকদের থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল সেসব ভূমি মালিকদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। এটি ছিল চুক্তি। অধিগ্রহণের পর বেশ কিছু জমিতে আখ চাষ হয় এবং আখ ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা হয়। কিন্তু চিনিকল কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও অব্যস্থাপনার দরুণ ৩১ মার্চ ২০০৪ সালে কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে নানা সময় একবার চালু হয়, আবার বন্ধ হয় এভাবেই চলতে থাকে। চিনিকল কর্তৃপক্ষ নানাভাবে অধিগ্রহণকৃত জমি বহিরাগত প্রভাবশালীদের কাছে ইজারা দিতে শুরু করে। অধিগ্রহণের চুক্তি লংঘন করে কেবলমাত্র আখচাষের জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে ধান, গম, সরিষা ও আলু, তামাক ও ভূট্টা চাষ শুরু হয়। আদিবাসী ও বাঙালি জনগণ পুরো ঘটনাটি প্রশাসনের নজরে আনে। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০১৫ সনের ৩০ মার্চ গাইবান্ধা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম এলাকা সরেজমিন তদন্ত করেন। তদন্তকালে তারা উল্লিখিত জমিতে ধান, তামাক ও মিষ্টি কুমড়ার আবাদ দেখতে পান। কিন্তু গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন ১০ মে ২০১৬ তারিখে উক্ত ভূমিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone) গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন সরকার বরাবর। বাপ-দাদার জমিতে অধিকার ফিরে পাওয়ার দাবিতে আদিবাসী-বাঙালি ভূমিহীনদের তৈরি হয়েছে দীর্ঘ আন্দোলন। আন্দোলন দমাতে চিনিকল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন ভূমিহীনদের উপরে অনেক হয়রানি করেছে, মামলা দিয়েছে। ১৯৬২ থেকে ২০১৬, দীর্ঘ ৫৪ বছর ধরে চিনি উৎপাদনের অজুহাতে রাষ্ট্র সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্মের ভূমি উদ্বাস্তু হাজারো মানুষের সাথে অন্যায় করে চলেছে, করে চলেছে স্পষ্ট অবিচার। ঘটনাটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান পরিপন্থী, ঘটনাটি যে কোনো মানদণ্ডেই মানবিকতা পরিপন্থী, নৈতিকতা পরিপন্থী, সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা নিশ্চিতকরণের বিধান পরিপন্থী। দ্রুত এর সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচার জরুরি।

সরকারের মন্ত্রী, সচিব থেকে শুরু করে অনেকে মিডিয়ার সামনে বলেছেন, এই জমি কখনো সাঁওতালদের ছিল না। এটি সম্পূর্ণ অসত্য ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সুগার মিল কখনো বন্ধ হয়নি। আবার কেউ বলেছেন, মিলটি আবার চালু করা হবে। টেলিভিশন চ্যানেলের ভিডিও ফুটেজ দেখলে এসব বক্তব্যে মিথ্যাচার আপনারা সহজেই লক্ষ্য করবেন।

কাগজপত্র দেখে জানা যায় যে, এই জমি ছিল সাঁওতালদের এবং স্থানীয় দরিদ্র মানুষের বাপ-দাদার জমি। এই জমির খতিয়ান কপি তার প্রমাণ। তাতে দুদু মাঝি, দুর্গা মাঝি, জলপা মাঝি, জেঠা কিস্কু, মঙ্গলা মাঝি, মুংলি, ছারো মাঝি, সুকু মাঝি এই সব অনেক নাম রয়েছে যাদের জমি ছিল এই বাগদাফার্মের মধ্যে। সাঁওতালরা বলেছেন, সাঁওতাল বাগদা সরেনের নাম অনুসারে এই ফার্ম পরিচিতি পায়।

১৯৬২ সালের ৭ জুলাই তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের সাথে সুগার মিল কর্তৃপক্ষের যে চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তির কপি পেয়েছি। সেই

চুক্তিতে স্পষ্ট বলা আছে, আখ চাষের জন্য এই জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। যদি ভবিষ্যতে কখনও আখ চাষ না হয় অথবা আখ ব্যতীত অন্য কিছু হয়, তবে এই জমি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ জমি পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। এই চুক্তি ৫ ধারার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি :

Point 5.

The Provincial Government will examine the question of the acquisition of the land for the aforesaid purpose and proceed with the acquisition thereof if there is no objection but as a result of the examination if it is decided that the land shall not be acquired for the aforesaid purpose, the said corporation shall surrender the land to the Provincial Government for its release and restoration under section 8 of the aforesaid Act and the corporation shall bear all costs and compensation in connection with the release and restoration of the land.

এই চুক্তির ধারা ৩ এ বলা আছে, চুক্তির সময় এই সব জমির যে অবস্থা বা জমির যে বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র, তার কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। অর্থাৎ জমির আইল পর্যন্ত পরিবর্তন করা যাবে না। অথচ সুগার মিল কর্তৃপক্ষ এই জমি নানা কাজে লীজ দিয়েছে। আমাদের কাছে একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপণের কপি এসেছে। দরপত্রের এই বিজ্ঞাপণ রংপুর সুগার মিলস্ লিমিটেড দৈনিক করতোয়ার ছাপিয়েছে ১ এপ্রিল ২০১৫। এই দরপত্রে ১১টি পুকুর ও ১২টি প্লটের জন্য দরপত্র চাওয়া হয়েছে। এটি পুরোপুরি চুক্তির লংঘন। এই দরপত্র কে পেয়েছে আমরা জানি না। সাংবাদিক বন্ধুগণ আপনারা এই তথ্য বের করতে পারেন।

অপরদিকে সরকারের মন্ত্রী ও সচিবরা বলছেন, মিল চালু আছে, আখ চাষ হচ্ছে, এসব তথ্য আদৌ সত্য নয়। ১০ মে ২০১৬ গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুস সামাদ স্বাক্ষরিত একটি চিঠি, স্মারক নং: ০৫.৫৫.৩২০০.০২৩.১৬.০২৭.১৫-২৩৩(৩) পাঠানো হয় নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর। এই চিঠির (ক) অংশ এখানে তুলে ধরছি :

'গাইবান্ধা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার রামপুর মৌজার খতিয়ান নং ০২, সাপমারা মৌজার খতিয়ান নং ০২, চকরহিমাপুর মৌজার খতিয়ান নং ০২, নরেঙ্গাবাদ মৌজার খতিয়ান নং ০২, মাদারপুর মৌজার খতিয়ান নং ০২, সর্বমোট জমির পরিমাণ ১,৮৩২.২৭ একর যা মহিমাগঞ্জ সুগারমিলের অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত রয়েছে। মহিমাগঞ্জ সুগারমিলের অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত জমি হওয়ায় ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নাই।'

জেলা প্রশাসক নিজেই বলছেন, জমি 'অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত' রয়ে গেছে। অথচ শিল্প সচিব মিডিয়াতে বলেছেন মিল খোলা আছে, মিল চালু আছে। জেলা প্রশাসকের চিঠিতে 'সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এখানে সংগ্রাম কমিটি অনেক

আগে থেকে আপত্তি জানিয়ে এসেছেন। এই ধরনের রিপোর্টের ফলে তিন গরিব সাঁওতালকে জীবন দিতে হলো। দেশবিদেশে দেশের ভাবমূর্তির মারাত্মক ক্ষতি হলো।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ প্রদান

ঘটনার কিছুদিন পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার রাজশাহী বিভাগের নেতৃবর্গ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক ভিডিও বক্তৃতায় বলেন, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদান আমাদের দায়িত্ব তাই তাদের যাতে কোন প্রকার নিরাপত্তার অভাব না হয়। তিনি মূলত গোবিন্দগঞ্জ সাঁওতাল এলাকার ঘটনাকে ইঙ্গিত করেই এই মন্তব্য করেছিলেন।

প্রধান বিচারপতির উদ্বেগ ও ত্রাণ বিতরণ

গত ১২ নভেম্বর মাননীয় বিচারপতি এস কে সিনহা এক বক্তৃতায় বলেন, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রসাশনকে অবশ্যই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আরোও সজাগ থাকতে হবে। গোবিন্দগঞ্জ সাঁওতাল পল্লীতে আদিবাসীদের উপর হামলার ঘটনা প্রধান বিচারপতিকে নাড়া দেয়। তিনি নিজ উদ্যোগে ঘটনায় শিকার আদিবাসী বাঙালিদের ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেন। নিহত তিনজনের প্রত্যেক পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ও অন্যান্যদের আর্থিক সহায়তা এবং শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। আদিবাসীদের উপর হামলায় প্রধান বিচারপতির স্বপ্রণোদিত হয়ে সহায়তা প্রদানের ঘটনা দেশে এই প্রথম।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের তদন্ত কমিটির পরিদর্শন

গত ১৩ নভেম্বর ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল ঘটনাটি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। তদন্ত কমিটিতে ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহবুব চৌধুরী, বি এম মোজাম্মেল হক, অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক টিপু মুন্সী, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী ও নির্বাহী সদস্য রেমন্ড আরেং।

বিএনপি, বাম রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সরেজমিন পরিদর্শন

বিএনপি ও বাম রাজনৈতিক দলগুলোও এলাকাটি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। এ সময় সুশীল সমাজ ও অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

৬ নভেম্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি এলাকা সফর করেছেন। মিডিয়া রিপোর্ট করে চলেছে। কিন্তু এত বড় মানবাধিকার লংঘন হওয়ার পরও সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উল্টো আদিবাসীদের নানারকম হুমকি দেয়া হচ্ছে ও হয়রানি করা হচ্ছে। এখনো আদিবাসীদের পক্ষ থেকে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়নি।

উল্টো আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। এমনকি আহত অবস্থায় যে সকল আদিবাসী হাসপাতালে

চিকিৎসা নিচ্ছেন, তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, যা চরম মানবাধিকার লংঘন।

আমরা মনে করি, সাহেবগঞ্জ বাগদাফার্মে নিরীহ আদিবাসীদের সাথে যা করা হয়েছে তা নির্মমতা এবং চরম মানবাধিকার লংঘন। আমরা এই মানবাধিকার লংঘন ও বর্বরতার প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তি দাবি করছি।

ইতোমধ্যে নাগরিক সমাজের যে সকল প্রতিনিধি সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং আদিবাসীদের সাথে কথা বলেছেন, বাঙালিদের সাথে কথা বলেছেন, তারা বলেছেন যে, এই মানবাধিকার লংঘনের সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার ও স্থানীয় প্রশাসন সরাসরি যুক্ত রয়েছে। একটি রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী সদস্য এখানে আদিবাসী গ্রামে হামলা ও আদিবাসী হত্যার দায় এড়াতে পারে না। আমরা সরকারের প্রতি একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি এই বর্বরোচিত ঘটনার বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি।

ফলোআপ পরিদর্শনে যা দেখেছি

ঘটনার ১ মাস ১৬ দিন পর গত ২১ ও ২২ তারিখ আমরা আবার ঘটনাস্থলে যাই এবং সেখানে আদিবাসীদের সাথে কথা বলি। তাদের সাথে কথা বলে আমরা জানতে পারি সেখানে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তীব্র শীতে ছোট ছোট তাবুর নিচে বসবাস করছে এবং খাদ্য সংকট, শীতবস্ত্র সংকট, জীবন জীবিকার অনিশ্চয়তা, শিশুদের পড়াশুনার অনিশ্চয়তা, সব মিলিয়ে এক অনিশ্চিত জীবন যাপন করছে সাঁওতালরা।

আমরা কথা বলি বেশ কয়েকজন ঘটনার শিকার আদিবাসী ও বাঙালির সাথে। তাদের চোখে মুখে ছিল অনিশ্চয়তার ছাপ। তারা এখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি। সেই দিনের বিভীষিকাময় দিনের কথা আজও তাদের তাড়া করে। চোখের সামনে বসতবাড়ি পুড়িয়ে যাওয়া, গুলি বর্ষণ, মালামাল লুণ্ঠন এগুলো আজও চোখে ভাসে। কথাগুলো বলছিলেন তাবুতে বসবাসকারী কয়েকজন নারী।

মাদারপুর গ্রামের হুপনা মুর্মু, বয়স আনুমানিক ষাট বৎসর হবে তিনি বর্ণনা করছিলেন সেই দিনের বিভীষিকাময় দিনের কথা। সেদিন তিনি পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছিলেন। তার বুকের পাশ গুলিতে ঝাজরা হয়ে যায়, কোন রকমে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নিজেকে ধানক্ষেতে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং পরে হাসপাতালে চিকিৎসাও নেন লুকিয়ে কারণ পুলিশ গ্রেফতার করবে এই ভয়ে। হাসপাতালে অনেক টাকা খরচ হয়েছে, টাকাগুলো অনেক কষ্টে জোগার করেছিলেন কথাগুলো বলছিলেন হুপনা মুর্মু। তিনি তার গুলি লাগার জায়গাটা দেখাচ্ছিলেন আর বলছিলেন আমরা আমাদের বাপ দাদার জমি ফেরত চাই এবং এই ঘটনার জন্য যারা দায়ী তাদের বিচার চাই।

অলিভিয়া হেম্ব্রম, স্বামী দ্বীজেন টুডু যিনি চোখে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দীর্ঘদিন হাসপাতালে অবস্থান করছিলেন এবং এখন প্রায় অন্ধ। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। স্বামীর এই অবস্থায় সন্তানদের

ভরণ পোষণসহ তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার কথা বলে কাঁদছিলেন। তিনি স্বামীর এই পরিণতির জন্য যারা দায়ী তাদের বিচার এবং তার সন্তানদের দায়দায়িত্ব সরকারকে নেওয়ার দাবি জানান।

মংলু সরেন, বয়স ৬৫-র অধিক, সেদিনের ঘটনায় পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন যে জমির জন্য আমাদের জীবন দিতে হলো সেই বাপদাদার জমি আমরা ফেরত চাই। এই খুনের বিচার চাই। তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় আপনি কোন আশা দেখেন কিনা? উত্তরে তিনি বলেন, আমি কোন ধরনের আশা বা নিশ্চয়তার আভাস দেখি না।

তৃষা মুর্মু, সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্রী। ঘটনার পর যার ঠাঁই হয়েছে গির্জার পাশের এক অস্থায়ী তাবুতে। তিনি বর্ণনা করছিলেন লোমহর্ষক সেই দিনের ঘটনা। চোখের সামনে পুড়িয়ে যাওয়া বাড়ি ঘড়, প্রিয় বইগুলোর আগুনে ভষ্মিভুত হয়ে যাওয়া। ঘটনার পর স্কুলে যাওয়ার অনিশ্চয়তা, চেয়ারম্যান ও এমপির লোকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনিশ্চয়তা, পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বই না থাকা সর্বোপরি অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের কথা। তিনি আশংকা করছিলেন তার পড়াশুনার ভবিষ্যত কি হবে? ফিরে পাবে কিনা তাদের বসতভিটা? আবার যেতে পারবে কিনা স্কুলে? এই অনিশ্চয়তা কখন কাটবে?

আমরা মনে করি, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে তার সকল নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করা। পুলিশ আদালতের কোনো আদেশ ছাড়া এভাবে সরাসরি আদিবাসীদের উচ্ছেদ করতে পারে না। এটি সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ। পুলিশ কোনভাবেই সন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আদিবাসীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতে পারে না। ভিডিওতে পরিষ্কার দেখা গেছে, পুলিশের উপস্থিতে সন্ত্রাসীরা সাঁওতালদের বাড়িঘরে আগুন দিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। এটি কোনভাবেই স্বাধীন দেশে চলতে দেওয়া যায় না।

আমরা সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা সরেজমিন এলাকায় গিয়ে, অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশ করুন জাতির সামনে। দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্যই এই মানবাধিকার লংঘনের, আদিবাসী হত্যার ও সাম্প্রদায়িক হামলার প্রকৃত কারণ উদঘাটন করা দরকার।

The Daily Star
DHAKA SATURDAY MARCH 12, 2016

Fifty Khasi families in uncertainty

Set to lose their homesteads, land for betel leaf cultivation after exchange of adversely possessed land with India

A Khasi woman teaching her children at her house at Pallathal Punji in Baralekha upazila of Moulvibazar. Some 50 Khasi families of the indigenous neighbourhood have been in fear of losing their homestead to India once the implementation of Land Boundary Agreement begins in their area. Locals said India would be in possession of about 300 acres of land where Khasis cultivate betel leaf. Photo: Mintu Deshwara

Mintu Deshwara

Welsi Amse has always dreamt that her children would become doctors one day. She has been squeezing every penny possible from the meagre earnings from a betel leaf garden at Pallathal Punji in Moulvibazar for the last few years.

But all her dreams have started to fade away after she came to know that her betel leaf garden, her only source of income, would soon be taken away. Now, the 35-year-old woman is worried sick over how she and her five-member family would survive if their land is taken.

Around 50 Khasi families living in Pallathal Punji (indigenous neighbourhood) in Moulvibazar's Baralekha upazila would lose their homestead once the exchange of the adversely possessed land, following the signing of the land boundary agreement, start happening.

Lukas Bahadur, headman of Pallathal Punji, told this correspondent that around 300 acres of land, where Khasis cultivate betel leaf, would be taken.

“Although India is erecting a barbed wire fence on its part along our betel leaf garden, our officials are not doing anything to stop them,” he alleged.

The betel leaf garden is the lone source of income for the 50 Khasi families comprising around 250 people. The families living at the hillocks in the upazila are passing days amid worry over losing the land they had been living on for centuries.

As part of the 1974 Land Boundary Agreement (LBA), Bangladesh will give India 2,777 acres of adversely possessed land and get 2,267 acres in exchange. The land is in the bordering areas of India's Assam, Tripura, Meghalaya, and West Bengal states.

The Daily Star
DHAKA SATURDAY JUNE 7, 2016

700 Khasi people set to lose their homesteads

Eviction notice asks them to leave by June 12

In a gloomy mood, Khasi women of Nahar Punjee in Moulvibazar's Srimangal listen to a government notice being read out to them by the village headman (not in photo). The notice asked the punjee dwellers to vacate 150 acres of the 250-acre government land by June 12. Photo: Mintu Deshwara

Mintu Deshwara with Andrew Eagle

Women sit in a yard trying to sort betel leaves but their heavy hearts barely allow it. The elderly who counted on predictable sunset years can hardly concentrate on basic chores. Children are confused; parents without hope. The collective mood in the two Khasi villages collectively known as Nahar Punjee, set amidst hillocks in the back blocks of Moulvibazar's Srimangal and home to around 700 Khasis, is one of devastation.

On 30 May 2016 Nahar's villagers were issued notice by the government to vacate 150 acres of the 250-acre Nahar Punjee area by June 12, or face forcible eviction.

The notice accuses the Khasis of illegally occupying government land, though the villages and adjoining betel gardens from which they earn a livelihood have existed for generations. “With respect to the land listed as government land that we have long used,” says village headman Dibarmin Potam, “We have always paid our local taxes.”

He claims increased interest by the management of an adjoining tea garden with expansion plans has led, since 2014, to a worsening security environment. Thanks to longstanding Khasi cultivation, the hillsides slated for vacating are also a wealth of timber.

“It's about grabbing the land and trees,” says Helon Amse, 24, a BBA final year student who rushed home from college after learning of the threat to her village on social media. “My grandmother and uncle died here. I want to be laid to rest here. Where should we go? As a Bangladeshi citizen I want justice.”

The Daily Star
DHAKA SATURDAY JUNE 11, 2016

MOULVIBAZAR KHASI VILLAGE

Women keep vigil to protect homes

As most of the males in the village have fled to avoid arrest, Khasi women have risen to the occasion. Divided in small groups, they guard their houses and betel leaf gardens to resist any attempt to evict the families and grab land in their punjee (village) at Sreemangal upazila of Moulvibazar. A tea estate has allegedly been trying to grab land of the Khasi people since 2007 to expand its area. The photo was taken Thursday night. Photo: Mintu Deshwara

Mintu Deshwara

Khasi women of two punjees in Moulvibazar's Sreemangal upazila have started guarding their houses and betel leaf gardens in a bid to resist any attempt to evict their families and grab their land.

They have taken it upon themselves to protect their homes as most of the male members of the punjees (villages) have fled their houses in fear of arrest following an eviction notice issued by the district administration.

The notice, issued on May 30 to some 700 Khasi people living in two villages collectively known as Nahar Punjee, asked the villagers to vacate 150 acres of the 250-acre punjee area by tomorrow.

The authorities accused them of illegally occupying 150 acres of government land and cultivating betel leaf there. The notice warned that the authorities would use the police to force the residents out of their homes if they fail to move out within the deadline.

Indigenous rights activists alleged that the district administration was acting in support of Nahar Tea Estate, which has been trying to grab the land since 2007 to expand its area.

Armed with sticks and divided into small groups, the Khasi women now guard their houses and betel leaf gardens night and day, Mousumi Ruram, a punjee resident, told this correspondent.

Raul Mannar, a local of the punjee, said, “We have been living here for generations. Many Khasi families earn their livelihood by growing crops on the land. Without this land, it would be impossible for them to survive.”

২১ অক্টোবর ২০১৫

Recive by
Hasanuzzaman
2:10.15

প্রফেসর ড. গওহর রিজভী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা,
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,
তেজগাঁও, ঢাকা।

বিষয়ঃ দেশের খাসিয়া জনগোষ্ঠীর মানুষদের রক্ষার জন্য আকুল আবেদন।

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমাদের শ্রদ্ধা ও সালাম গ্রহণ করবেন।

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা খাসিয়া আদিবাসীরা স্মরণাতীত কাল থেকে বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন পাহাড় ও বনাঞ্চলে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে পিতৃপুরুষের ভূমিতে বসবাস করে আসছি। আমাদের গ্রাম বা পুঞ্জি ঘিরে রয়েছে আমাদের পানজুমের জমি যেগুলো প্রাকৃতিক বন এবং হাজার হাজার গাছ-পালা দ্বারা আচ্ছাদি . । আমরা নিজেদের তাগিদেই এই বন এবং গাছ সংরক্ষণ করি, যত্ন করি। গাছ আমাদের অস্তিত্ব এবং আমাদের কাছে দেবতা তুল্য। এটা গবেষণা দ্বারা স্বীকৃত যে, বৃহত্তর সিলেটে খাসিয়া জনগোষ্ঠীই বন, জীব বৈচিত্র ও পরিবেশ রক্ষায় অগ্রণী ... করছে।

কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় বহুকাল ধরে মুনাফা লোভী একটি গোষ্ঠী খাসিয়াদের ভূমি থে... গাছ কেটে বন উজাড় করার ষড়যন্ত্র করে আসছে। খাসিয়াদের নামে নানা মিথ্যা ও মনগড়া... করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এ সবের একটিই লক্ষ্য খাসিয়াদের জমি থেকে উচ্ছেদ... আপনার নিকট আমাদের প্রথাগত ভূমি রক্ষার আকুল আবেদন জানাচ্ছি যাতে কেউ আমাদে... করতে না পারে।

প্রসঙ্গত, এই সুযোগে সাম্প্রতিক সময়ে দুইটি খাসিয়া পুঞ্জির বিশেষ সমস্যার দিকে আপন... আকর্ষণ করছি এবং এর সমাধানের জন্য আপনার নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

এক,
ঝিমাই খাসিয়া পুঞ্জি, উপজেলা ঃ কুলাউড়া, জেলা ঃ মৌলভীবা... ৭২ টি খাসিয়া পরিবারের চার শতাধিক সদস্য যুগ যুগ ... ঐতিহ্যগত (ancestral) ভূমিতে বংশ পরম্পরায় বাড়িঘর ... আসছি। খাসিয়াদের ভূমিতে রয়েছে পূর্ব পুরুষদের পবিত্র স... ঘর, খেলার মাঠ, যুবকদের খেলার ক্লাব, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খ... স্কুল যেখানে ৭১ জন শিশু পড়াশোনা করে। ব্রিটিশ আমলের ... আসছেন সেই সাথে ইউনিয়ন পরিষদ ট্যাক্স সহ অনান্য সক... করে আসছেন। কিন্তু আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকা... করে ভূমিতে বসবাসরত খাসিয়াদের অজ্ঞাতসারে চা বাগানের ... গত ২০১২ সালের ১৮ অক্টোবর ঝিমাই চা বাগানকে খা... মধ্যে খাসিয়াদের প্রথাগত ও ঐতিহ্যগত ভূমি রয়েছে। স্মরণা... করে আসলেও কী করে ২০১২ সালে ভূমি মন্ত্রণালয় ঝিমাই ... লীজ দলিলে খাসিয়াদের ভূমিতে বসবাস ও অস্তিত্বের কথা, জীবিকার কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে। লীজ দলিলে ... উল্লেখই নেই। লীজে বলা হয়েছে, এখানে আছে বন ও বাঁশ ... জানাচ্ছি, নতুন করে এই লীজের বৈধতা নিয়ে তদন্ত করা ... স্বীকৃতি দেয়া হয়। ঝিমাই চা বাগান কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছ থেকে ২০১২ ... সরাসরি আমাদের উচ্ছেদের চেষ্টা করেছে, যা মানবাধিকার লংঘন। চা বাগান এর আগেও অসংখ্য গাছ কেটেছে যা জাতীয় পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। একটি গাছ কাটতে গিয়ে আশপাশে আরও ৫-৬ টি ছোট বড় গাছ নষ্ট হয়, যা খাসিয়াদের জীবন জীবিকার জন্য হুমকিস্বরূপ। পরিবেশ ক্ষতির আশংকার কারণে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন-বাপা সহ আরো অনেক প...রিবেশবাদী সংগঠন গাছ কাটার বিপক্ষে প্রতিবাদ করেছে।

গত ২৮ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে ঝিমাই চা বাগান এবং বন বিভাগ কর্তৃক খাসিয়া পুঞ্জির পান জুমে ঢুকে শতাধিক গাছ মার্কিং করে এবং এই সময় পানের গা... বি... করে। গত ১৭/০২/২০১৫ তারিখে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা দেলোওয়ার হোসেন একটি পত্রের মাধ্যমে কুলাউড়ার ঝিমাই চা বাগানের গাছ কর্তন ও অপসারনের বিষয়ে আপত্তি করেন যেখানে বলা হয়েছে উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ঝিমাই চা বাগানের গাছ মার্কাকালীন সময়ে বিরোধ পূর্ণ ও পুঞ্জির কোন গাছ মার্কা না করার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হইল। যার স্মারক নং ২২.০১.০০০০.৬৭২.০০৮.০৯৮.১৪.১০০৫। গত ১১ এপ্রিল ঝিমাই চা বাগান

2

কর্তৃপক্ষ খাসিয়াদের পুঞ্জিতে ঢুকে আমাদের প্রথাগত ভূমিতে খুঁটি গাড়তে চেষ্টা করে। খাসিয়া নারীরা এতে বাঁধা দিলে চা বাগান কর্তৃপক্ষ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেদিনের পর থেকে পুঞ্জিতে চলাচলের রাস্তা তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে। চলাচলের রাস্তা এখনো বন্ধ আছে।

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আপনি জানেন যে, ২০০৭ সালে সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র গৃহিত হয়। এই ঘোষণাপত্রের ১০ নং অনুচ্ছেদে আছে, "আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তাদের ভূমি থেকে জবরদস্তিমূলকভাবে উৎখাত করা যাবে না।" অনুচ্ছেদ ২৫ বলছে, "আদিবাসীদের ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন কিংবা অন্যথায় দখলীয় ও ব্যবহার্য ভূমি, ভূখন্ড, জল, সমুদ্র উপকূল ও অন্যান্য সম্পদের সাথে তাদের স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখা ও সুদৃঢ়করণের অধিকার এবং এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তাদের এসবের দায়িত্বসমূহ সমুন্নত রাখার অধিকার রয়ে... হয়েছে, "রাষ্ট্র এসব জমি, ভূখন্ড ও সম্পদের আইনগত স্বীকৃতি ও রক্ষার ... আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথা, ঐতিহ্য এবং ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার যথাযথ মর্যাদা ... এসবের আলোকে আমরা মনে করি, ঝিমাই পুঞ্জির ভূমির উপর আমাদের ... জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত। অন্যদিকে আইএলও কনভেনশন ... র‍্যাটিফাই করেছে। সেখানে আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগণের ঐতিহ্যগত ভূ...

এসব জেনেই বর্তমান সরকার ২০০৮ ও ২০১৩ সালের নির্বাচনী ই... মালিকানার প্রথাগত সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দিয়ে অঙ্গীকার করেছিলেন, "আদি... বন এলাকায় সনাতনী অধিকার সংরক্ষণের জন্য বি...ষ ...বস্থা গ্রহণসহ ভূ... আপনার মাধ্যমে আমরা এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে অনুরো...

শ্রদ্ধেয় স্যার,

বিগত কয়েক মাস ধরে, খাসিয়ারা প্রচন্ড প্রশাসনিক চাপের মধ্যে রয়েছে ... মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসন থেকে খাসিয়াদেরকে প্রচন্ড চাপ প্রয়োগ করা ... জমি চা বাগানের জন্য ছেড়ে দেয়। গত ৩ আগস্ট ২০১৫, জাতীয় ম... চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান স্যার ঝিমাই পুঞ্জি পরিদর্শন করে ... বিষয়টি আন্তরিকতার সঙ্গে দেখার আহ্বান জানান। তখন থেকে আপাত... তবে সমস্যার সমাধান হয়নি।

3

... আমরা খাসিয়াদের ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলিকৃত (ancestral) ভূমি ঝিমাই চা বাগানের লীজ থেকে বাদ দিয়ে খাসিয়াদের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

দুই,
নাহার ১ এবং নাহার ২ খাসিয়া পুঞ্জি, শ্রীমঙ্গল উপজেলা, মৌলভীবাজার জেলা। এখানে মোট ৯৬টি খাসিয়া পরিবার যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। এখানেও খাসিয়াদের রয়েছে গীর্জা ঘর, সমাধি ক্ষেত্র, স্কুল ঘর, বসতি ও পান জুম। পার্শ্ববর্তী নাহার চা বাগান কয়েক দফা মালিকানা বদলের পর থেকে খাসিয়াদের ভূমি দখলের লক্ষ্যে খাসিয়াদের হয়রানি শুরু করে। চা বাগান বেশ কয়েকবার পুঞ্জি সরাসরি আক্রমণ সহ, মিথ্যা মামলা, নির্যাতন, গাছ কাটার ঘটনা ঘটায়। এই সব সমস্যা নিয়ে নাহার চা বাগানের মালিক পক্ষের সঙ্গে খাসিয়াদের কয়েক দফা বৈঠকও হয়েছে। বৈঠকে চা বাগান কর্তৃপক্ষ খাসিয়াদের জায়গা ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে উল্টো খাসিয়াদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত জমি ছেড়ে দিতে বলেছেন। তাদের যুক্তি হলো, তারা চা বাগান করার জন্য সরকারের কাছ থেকে জমি লীজ নিয়েছেন। আমাদের প্রশ্ন, খাসিয়াদের জমি ও বাড়িঘর ও অন্যান্য পানজুম থাকতে কিভাবে সরকার এসব জমি চা বাগানকে লীজ দেয়?

এমতাবস্থায় মহোদয়ের নিকট আমাদের আকুল আবেদন, ঝিমাই পুঞ্জি ও নাহার পুঞ্জির খাসিয়াদের ঐতিহ্যগত জমি (ancestral land) চা বাগানের লীজ থেকে বাদ দেয়া হোক। আপনার বলিষ্ঠ ও মানবিক বিবেচনা এই সকল খাসিয়া পরিবার এবং দেশের বন, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করবে।

আপনার অকৃত্রিম সহযোগিতা ও সহায়তার জন্য আমরা কৃ...জ্ঞ এবং আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

খাসিয়া জনগণের পক্ষে,

- সঞ্জীব দ্রং, সাধারণ সম্পাদক,
  বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম,বাংলাদেশ, ফোনঃ ০১৭১১ ৮০৪০২৫
- পিডিসন প্রধান সুছিয়াং,
- সভাপতি,বৃহত্তর সিলট আদিবাসী ফোরাম,বাংলাদেশ ফোনঃ ০১৭১৫০৮৩৮২৮
- হেলেনা তালাং,
  মুরইছড়া পুঞ্জি, উপজেলাঃ কুলাউড়া, জেলাঃ মৌলভীবাজার, ফোনঃ ০১৭৪৩ ৭৮৪৮৩৯

4

প্রথম আলো
রবিবার, ১৩ নভেম্বর ২০১৬

সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা
প্রশাসনকে সজাগ থাকার আহ্বান প্রধান বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদক

সুরেন্দ্র কুমার সিনহা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ঠেকাতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা।

গতকাল শনিবার দুপুরে পুরান ঢাকার নারিন্দায় শ্রীশ্রী মাধব গৌড়ীয় মঠের ভক্তি বিলাস তীর্থ ভবনের চতুর্থ ও পঞ্চম তলার নির্মাণকাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি এ আহ্বান জানান। এই নির্মাণ কাজে আর্থিক সহযোগিতা করছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)।

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গাইবান্ধাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে একটি গোষ্ঠী। তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রধান বিচারপতি বলেন, দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন রয়েছে। কিন্তু এই ধারাকে বাধাগ্রস্ত করতে কিছু লোক জনগণের সম্পদ লুট করছে। শহরের ফুটপাত অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। এতে পথচারীরা ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। ফুটপাত থেকে অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি করপোরেশন। তাদের এই উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে সহযোগিতা করবে বিচার বিভাগ।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন বলেন, দেশে প্রকৃতির মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা বিরাজমান রয়েছে। কিন্তু একটি গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

শ্রীশ্রী মাধব গৌড়ীয় মঠের সভাপতি শ্রী গিরিধারী লাল মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তাপস কুমার পাল, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব অশোক মজুমদার, ইসকন মন্দিরের সভাপতি সত্য রঞ্জন বাড়ৈ প্রমুখ বক্তব্য দেন।

প্রথম আলো
রবিবার, ১৩ নভেম্বর ২০১৬

দেশহীন মানুষের কথা

সঞ্জীব দ্রং

হায়, ঈশ্বর সাঁওতালদের ভুলে গেছে?

গাইবান্ধার সাঁওতালী গ্রামে চলছে কান্না আর হাহাকার। নিজ দেশের পুলিশ ও প্রশাসনের তাণ্ডবে তারা স্তম্ভিত, দিশেহারা। কমপক্ষে তিন জন সাঁওতাল কৃষক নিহত হয়েছেন। তারা হলেন শ্যামল হেমব্রম, মঙ্গল মার্ডি ও রমেশটুডু। স্থানীয়রা বলছেন, আরো একজন সাঁওতাল নারী মারা গেছেন। তার নাম জানা যায়নি। শ্যামল মার্ডির লাশ কয়েকদিন ধরে দিনাজপুর মেডিকেলের মর্গে পড়ে ছিল। সন্ত্রাসী ও পুলিশের মিলিত অত্যাচার ও গ্রেফতারের ভয়ে স্বজনদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ঘটনার বিভীষিকায় স্তব্ধ হয়ে গেছে সাঁওতালেরা। গ্রামে আগুন লাগানোর ভিডিও ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে গেছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, পোশাক পরা একদল পুলিশের পাশে দাঁড়িয়ে এক দুর্বৃত্ত সাঁওতালদের বাড়ি ঘরে আগুন দিচ্ছে। তারপরও পুলিশ বলেছে, কে বা কারা আগুন দিয়েছে, তারা জানে না। হামলায় তিন সাঁওতাল নিহত হয়েছেন, তাদের শরীরে গুলির দাগ, আহতদের শরীরে বিঁধে আছে গুলি। গুলির হিসাব নেওয়া হোক। চরন সরেন ও বিমল কিস্কু হাসপাতালে যন্ত্রণায় কাটরাচ্ছেন। বৃদ্ধা মুংলি সরেন বুলেটবিদ্ধ হয়ে বাড়িতেই আছেন। দ্বিজেন টুডু চোখে বুলেটবিদ্ধ হয়ে এখন ঢাকার চক্ষু হাসপাতালে আছেন। তাকে পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে আর রশি দিয়ে বেঁধে হাসপাতালের বেডের সঙ্গে আটকে রেখেছে। মৃত্যু যন্ত্রণাকাতর একজন সাঁওতাল কৃষক এই নিষ্ঠুর নগরে এভাবে পড়ে আছেন। বাগদাফার্মের পাশের মাদারপুর ও জয়পুর গ্রামের সাঁওতালদের বাড়িতে প্রকাশ্যে লুটপাট চালানো হয়েছে। ভয়ে ও আতংকে গ্রামের মানুষ বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে স্থানীয় কাথলিক গির্জা ঘরের সামনে। সাঁওতাল তরুণরা বলেছে, তারা তো একাত্তর দেখেনি, এখন দেখেছেন সাম্প্রদায়িকতা কত ভয়ংকর, মানুষ কত বর্বর হতে পারে।

এখানে সংক্ষেপে বলা দরকার যে, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ১,৮৪২.৩০ একর জমি মহিমাগঞ্জ সুগার মিলের জন্য অধিগ্রহণ করে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকার। এলাকাটি সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম নামে পরিচিত। অধিগ্রহণের ফলে ১৫টি আদিবাসী গ্রাম ও ৫টি বাঙালি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চুক্তিতে লেখা ছিল অধিগ্রহণকৃত জমিতে আখ চাষ করা হবে। আখ চাষ না হলে এসব জমি পূর্বের মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে। এটি ছিল লিখিত চুক্তি। অধিগ্রহণের পর বেশ কিছু জমিতে আখ চাষ হয় এবং আখ ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা হয়। কিন্তু চিনিকল কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও অব্যস্থাপনার কারণে ৩১ মার্চ ২০০৪ সালে কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে নানা সময় কখনো চালু হয়, আবার বন্ধ হয়। এভাবেই চলতে থাকে। চিনিকল কর্তৃপক্ষ নিয়ম লংঘন করে অধিগ্রহণকৃত জমি বহিরাগত প্রভাবশালীদের কাছে ইজারা দিতে শুরু করে। অধিগ্রহণের চুক্তি লংঘন করে আখ চাষের জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে ধান, গম, সরিষা ও আলু, তামাক ও ভূট্টা চাষ শুরু হয়। আদিবাসী ও বাঙালি জনগণ বিষয়টি প্রশাসনকে অবহিত করে। জনগণের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ২০১৫ সনের ৩০ মার্চ গাইবান্ধা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম এলাকা সরেজমিন তদন্ত করেন। তদন্তে তিনি জমিতে ধান, তামাক ও মিষ্টি কুমড়ার আবাদ দেখতে পান। চুক্তি অনুযায়ী এই সব জমি আদিবাসী-বাঙালিদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সংগ্রামের সময় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো। মানবাধিকার সংগঠনসমূহ দাবি করছেন একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে এই ঘটনার বিচার করা হোক।

প্রথম আলো ১০ নভেম্বর রিপোর্ট করেছে, মাদারপুর গ্রামের সাঁওতাল নারী ছানি বাস্কে বলেছেন, 'আমাদের ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। শাড়ি কাপড়, ৫টি ছাগল, ২০টি মুরগি, ৬টি হাঁস, ও চাল-ডাল পুড়ে গেছে। আমাদের এখন খাবার নেই। সকালে লবণ-চা খেয়েছি। চার বছরের মেয়েকে কী খাওয়াব চিন্তায় আছি।' বিভীষিকাময় এই মানবাধিকার লংঘনের বর্ণনা দীর্ঘায়িত করা যায়। তাতেও কি 'আদিবাসী' শব্দবিমুখ এই সরকারের চৈতন্য হবে? গরিব সাঁওতাল কৃষকের কান্না আর হাহাকার সরকারের কানে কি পৌঁছাবে? আমি প্রায়শই বলি, এই রাষ্ট্র আমরা চাইনি। আমরা একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলাম। এখন সব দেখে মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কি আমাদের প্রিয় এই দেশ প্রতিবন্ধী হয়ে গেছে, ডিজএবলড্ হয়ে গেছে? এর সংবেদনশীলতা ও অনুভূতি কি মরে গেছে? বিশেষ করে গরিব কৃষক, প্রান্তিক, শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের জন্য? হিন্দী ছায়াছবি নায়ক সিনেমায় অনিল কাপুরকে এক প্রতিবন্ধী বালক বলেছিল, *হামারি দেশ ভি মেরি তেরা ল্যাংড়া হো গেয়া হে, আপ উসে উথাকার চালা দি জিয়ে*। পরাধীন কলোনিয়াল ব্রিটিশ আমলে সিদু-কানু সাঁওতালরা তীর ছুড়েছিল। তবে এখনো উপনিবেশিক শাসন চলছে? তা না হলে কেন আজো সাঁওতালদের তীর ছুড়তে হয়? কেন এত অত্যাচার সাঁওতালদের সইতে হয়?

আমার এক সাঁওতাল বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছেন, 'আমরা কি এ দেশে থাকতে পারবো? বুদু উঁরাওয়ের মতো চলে যেতে হবে না তো? আমাদের ছেলেমেয়ে কি এদেশে সম্মান নিয়ে থাকতে পারবে?' আমি এই প্রশ্নের জবাব দেবার ভার সরকারের কাছে ছেড়ে দিলাম। রাষ্ট্রকেই এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। রাষ্ট্র যদি প্রতিবন্ধী হয়ে যায়, তবে তো সাঁওতালদেরকে তাদের দেবতা সিংবোঙার কাছে, ঈশ্বরের কাছে জবাব খুঁজতে হবে। হায়, তা হলে ঈশ্বরও কি সাঁওতালদের ভুলে গেছে?

সঞ্জীব দ্রং: *কলাম লেখক ও সংস্কৃতিকর্মী, ই-মেইল : sanjeebdrong@gmail.com*

NEWAGE

SATURDAY NOVEMBER 12, 2016

Police attack killed 4 Santals: ethnic minority leaders claim

BIPF, Jatiya Adivasi Forum and Nagarik Samaj jointly hold press conference at Dhaka Reporters Unity on Friday, protesting at police attack on Santal people in Gaibandha. — New Age photo

Staff Correspondent

THE November 6 police attack on the Santals in Gaibandh illed at least four people, including a woman, ethnic minority leaders claimed at a press conference on Friday.

Three of the deceased were identified as Shyamal Hembrom, Mangal Mardy and Ramesh Tudu while the name of the woman victim could not yet be confirmed, said Bangladesh Indigenous Peoples Forum's general secretary Sanjeeb Drong as he read out a written statement at the conference.

The event was jointly organized by the BIPF, Jatiya Adivasi Forum and Nagarik Samaj at Dhaka Reporters Unity in protest against the attack which has allegedly forced 00 adivasi families out of their homes.

According to Sanjeeb, the first victim was killed by a bullet immediately after police opened fire on the minority people on November 6.

The next day, the body of the second victim was found in a rice field while the third and the fourth victim died on November 10.

'The last two victims also died from bullet injuries as they, prevented by the attackers, could not go to a hospital,' said Sanjeeb.

'There are reports of more people missing since the attack,' he added.

After opening fire on the Santals of Sahahebganj-Baghdafarm area, police watched as musclemen loyal to local leaders of the ruling party looted houses before setting those on fire, alleged Jatiya Adivasi Forum's president Rabindranath Soren.

'And it did not end here. The politician's henchmen went on looting houses and assaulting women of two other nearby villages inhabited by the minority people,' alleged Rabindranath.

Emerging evidence that the ruling party leaders masterminded the attack bears testimony to the state's patronisation of minority repression, said Oikya NAP president Pankaj Bhattacharya.

'The government has announced that there are no adivasi people in the country. It seems they are out to prove the statement by driving adivasis out of their homesteads,' said human rights activist Sultana Kamal.

Independent researcher Syed Abul Maksud, Parbatya Chattagram Janasanghati Samity organising secretary Shaktipada Tripura, and Communist Party of Bangladesh leader Abdullah Kafi Ratan also spoke at the press conference.

The organisers made five

The Daily Star
DHAKA THURSDAY NOVEMBER 10, 2016

DEATH OF GAIBANDHA SANTALS

Judicial probe demanded

Bangladesh Adivasi Forum forms a human chain in front of Bangladesh National Museum in the capital yesterday protesting the two deaths in Sunday's clash between police, labourers and Santal community people in Shahebganj of Gaibandha's Gobindaganj over a land dispute. PHOTO: STAR

STAFF CORRESPONDENT

Expressing concern, rights activists yesterday demanded a judicial probe into police firing and killing of two santals on November 6 over land dispute in Gaibandha.

In a statement, they also sought exemplary punishment for those involved.

Advocate Sultana Kamal, chairperson of Transparency International Bangladesh; Khushi Kabir, coordinator, Nijera Kori; Dr Iftekharuzzaman, executive director, TIB; Syeda Rizwana Hasan, chief executive, Bangladesh Environmental Lawyers Association; and Sanjeeb Drong, general secretary, Bangladesh Adivasi Forum, among others, signed it.

Meanwhile, Bangladesh Adivasi Forum also protested and demanded return of the lands to the santals, a separate land commission for plainland indigenous people and punishment for the perpetrators.

In another statement, Badaruddin Umar, president of Anti-fascism and Anti-imperialism National Committee, demanded rehabilitation of evicted santals

সোমবার
১৪ নভেম্বর ২০১৬ সমকাল

রোববার গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত সাঁওতালপল্লী পরিদর্শনে যায় আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল (ওপরে), সেখানে পৃথক সমাবেশে অংশ নিতে যান খুশী কবিরসহ মানবাধিকার কর্মীরা ■» সমকাল

হামলায় স্থানীয় এমপির ইন্ধনের অভিযোগ

গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালপল্লীতে আ'লীগসহ বিভিন্ন প্রতিনিধি দল

■ গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ওপর সহিংস হামলায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় এমপি অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ ও ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান শাকিল আকন্দ বুলবুল ইন্ধন জুগিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকজন। গতকাল রোববার রংপুর বিভাগের আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোজাম্মেল হকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল সরেজমিন পরিদর্শনে যায়। পরে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মাদারপুর গির্জার সামনে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ওই সমাবেশে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষরা এ অভিযোগ করেন।

সমাবেশের শুরুতে স্থানীয় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা তাদের দুঃখ-দুর্দশা এবং অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরেন নেতাদের কাছে। তাদের ওপর যে অমানবিক নির্যাতন, হত্যা, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট হয়েছে তার প্রতিকার দাবি করেন তারা। সেই সঙ্গে বাপ-দাদার জমি ফিরিয়ে দেওয়ারও দাবি জানান।

সমাবেশে হামলায় গুরুতর আহত রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দ্বিজেন টুডুর স্ত্রী অলিভিয়া হেমব্রম সরাসরি

হামলায় স্থানীয়

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

করা হবে। ভূমিহীনদের কৃষিজমি দেওয়া হবে। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ব্যবসা করার জন্য পুঁজি দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এলাকায় আরও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিভাবে স্থাপন করা হবে।

সমাবেশে মোজাম্মেল হক ছাড়াও বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের অপর সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি, অর্থ ও পরিকল্পনাবিষয়ক সম্পাদক টিপু মুনশী এমপি, সমাজ কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি প্রমুখ।

এদিকে মানবাধিকার, সামাজিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও একই স্থানে এদিন পৃথক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড. আবুল বারকাত, নারীনেত্রী খুশী কবির, শারমিন মুর্শিদ, সঞ্জীব দ্রং, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজল ভট্টাচার্য, যুব ইউনিয়নের সভাপতি আবদুল আল কাফি রতন, সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য মিহির ঘোষ ফাদার ড. সিভাসটিয়ান টুডু প্রমুখ পরে আলাদাভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি নিমচন্দ্র ভৌমিক

সমাবেশে পংকজ ভট্টাচার্য বলেন সাঁওতাল বসতি উচ্ছেদে যে ঘটন ঘটেছে তা মানবতাবিরোধী অপরাধ '৭১-এর মতো অগ্নিসংযোগ, লুটপাট নারীর সম্ভ্রমহানি, হত্যা সবকিছুই কর হয়েছে এখানে। এ নির্মমতা মেনে নেওয়া যায় না।

বক্তারা আরও বলেন, নির্যাতিতর মামলা করতে পারছেন না কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে জমি ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। এটা কি দেশের ভেতরে আরেক দেশ নাকি? তার বলেন, সাঁওতালদের আন্দোলনের স্থানীয় এমপি অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ ও ইউপি চেয়ারম্যান শাকিল আকন্দ বুলবুলের বিরুদ্ধে হামলার ইন্ধনের অভিযোগ তোলেন। সমাবেশে স্থানীয় সাঁওতাল নেতাদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন রমেনা কিসকু, রিটা মারডি, মেথিয়াস মারডি, বাহানাজ টুডু, এমেলি সরেন ও শ্যামল মারডি। তারা তাদের বাপ-দাদার জমি ফেরত চেয়ে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগকারীদের বিচার দাবি করেন। একই সঙ্গে হামলার ইন্ধনদাতাদের শাস্তি দাবি করেন তারা।

জবাবে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন, এ ঘটনার নেপথ্যে যারা আছে, তারা যে দলেরই হোক, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নেতারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে তারা আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা নিয়ে এখানে এসেছেন। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের পুনর্বাসন ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

জন্য সংগৃহীত সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা লুট করে নেওয়া হয়েছে। তারা প্রশ্ন করেন, বসতি উচ্ছেদের ব্যাপারে কোর্টের কোনো আদেশ ছিল কি-না। যদি তা না থেকে থাকে তবে কোন ক্ষমতা বলে এ নির্মম পদ্ধতিতে সাঁওতালদের উচ্ছেদ করা হলো।

সরকারের উদ্দেশে নেতারা বলেন, একদিকে আপনারা মুখে সাঁওতালদের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, অপরদিকে আহত সাঁওতালদের হাসপাতালের বেডে হাতকড়া পরিয়ে চিকিৎসা নিতে বাধ্য করছেন– এ কোন মানবিক আচরণ?

এদিকে, অভিযোগ প্রসঙ্গে বক্তব্য নিতে স্থানীয় এমপি আবুল কালাম আজাদের মোবাইল ফোনে বারবার চেষ্টা করা হলেও তার ফোনটি বন্ধ পাওয়া গেছে।

The Daily Star
DHAKA THURSDAY NOVEMBER 20, 2016

Eminent citizens addressing a press conference at the capital's Reporters' Unity yesterday after visiting Gaibandha, where the ethnic minority Santals have recently fallen victim to repression and eviction.

PHOTO: STAR

ATTACK ON SANTALS

Local MP, UP representatives had direct role

Says a civil body

STAFF CORRESPONDENT

Local lawmaker, union parishad chairman and members and the local administration were "directly involved" in the November 6 attack on Santals in Gaibandha, said

SEE PAGE 11 COL 1

promoting the visions
of indigenous peoples

EUROPEAN UNION